ইউনিট- ৪: শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণ প্রক্রিয়া

[Identification of Curricular Goal and Objectives]

ভূমিকা

শিক্ষাকে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্য অর্জন এবং জাতীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠার একটি শক্তিশালি হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই দেশের সকল শ্রেণির জনগণের চাহিদা, নানাবিধ সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন, ভবিষ্যতের কাঙ্ক্ষিত সমাজ নির্মাণ ইত্যাদি শিক্ষার মাধ্যমে অর্জন নিশ্চিত হয়। এছাড়া সামাজিক অগ্রগতি, অর্থনৈতিক উন্নতি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়নের সর্বোৎকৃষ্ট হাতিয়ার হল শিক্ষা। উত্তমরূপে প্রণীত একটি শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে লাগসই জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ প্রদানের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত হলে জাতির অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের ভিত মজবুত হয়। ফলে জাতীয় উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হয়। উপরিউক্ত চাহিদার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে দেশের বর্তমান ও দূর ভবিষ্যতের লক্ষ্য সামনে রেখে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয়।

শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণে যে সব বিষয়ের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হয় সেগুলো হল- লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উৎস, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণে পারিভাষিক শব্দ, উদ্দেশ্য ও শ্রেণি বিভাগ, উদ্দেশ্য নিরূপণে বিবেচ্য দিক ও নির্ণায়ক এবং উদ্দেশ্য প্রণয়ন পদ্ধতি।

উপরে বর্ণিত বিষয়গুলোকে বর্তমান ইউনিটে ৫টি পাঠের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। পাঠগুলো হচ্ছে-

পাঠ- ৪.১: শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উৎস

পাঠ- ৪.২: শিক্ষার উদ্দেশ্যের শ্রেণিবিভাগ

পাঠ- ৪.৩: শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরুপণে বিবেচ্য দিক

পাঠ- ৪.৪: শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নিরূপণের নির্ণায়ক

পাঠ- ৪.৫: শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নির্ধারণ পদ্ধতি

পাঠ- ৪.১: শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উৎস

[Sources of Educational Goal and Objectives]

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- আঞ্চলিক ও বহিঃবিশ্বের কয়েকটি দেশের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উৎস বলতে পারবেন;
- শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিষয়ক পারিভাষিক শব্দাবলির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- শিক্ষার উদ্দেশ্যের প্রধান প্রধান কাজ উল্লেখ করতে পারবেন।

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উৎস

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যমটি হচ্ছে শিক্ষাক্রম। ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সমাজ সর্বোপরি রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার জন্ম ও বিকাশ। শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রধান উৎস হল শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য। কোন কোন দেশের শিক্ষার লক্ষ্য সংবিধানে বিবৃত থাকে। যেমন- বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য সংবিধানে বিবৃত রয়েছে। এছাড়া জাপানের ১৯৪৭ সালের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১-এ এ সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। কোন কোন দেশে জনমত সংগ্রহ করে শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্যের খসড়া প্রণয়ন করা হয়। যেমন- মালয়েশিয়া বার্নস কমিটি ১৯৫১ এবং মালয়েশিয়ার শিক্ষা রিভিউ কমিটি ১৯৬০-৬৪ তে বর্ণিত আছে। নিউজিল্যান্ডে জনমত সংগ্রহ করে শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্যের খসড়া প্রণয়ন করার পর ১৯৭৪ সালে শিক্ষা উন্নয়ন কনফারেন্স আহ্বান করে চূড়ান্ত করা হয়েছে। আবার কোন কোন দেশে শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য সংসদীয় কমিটি নির্ধারণ করে থাকে। অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭৩ সালে "মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার কমিশন" এর মাধ্যমে শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য নিরূপণ করা হয়।

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিষয়ক পারিভাষিক শব্দাবলি

শিক্ষার লক্ষ্যকে নানাভাবে বিবৃত করা হয়। কোন কোন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ শিক্ষাক্রমের লক্ষ্যকে চূড়ান্ত লক্ষ্য (Ultimate Goal) এবং নিকটবর্তী লক্ষ্য (Proximate Goal); সহজ (Simple) ও জটিল (Complex) উদ্দেশ্য; বিশদ (Explicit) এবং উহ্য (Implicit), সাধারণ উদ্দেশ্য (General) এবং বিশেষ (Specific) উদ্দেশ্য হিসেবে বিভাজন করে থাকেন।

আবার, কোন কোন বিশেষজ্ঞ শিক্ষার লক্ষ্যকে তিনটি পর্যায়ে বিবৃত করেছেন। যেমন-

- প্রথমে চূড়ান্ত লক্ষ্য (Ultimate Goal) এবং এটিই চূড়ান্ত গন্তব্য
- মধ্যবর্তী লক্ষ্য (Mediate Goal) এবং
- নিকটবর্তী লক্ষ্য (Immediate Goal) নির্ধারণ করা হয়েছে

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আলোচনাকালে শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞগণ চারটি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। এগুলো হল: Purpose, Goals, Aims and Objectives। আবার অনেক সময় Purpose, Goals, এবং Aims অদল বদল করে কতগুলো সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা হয়। নিচে উপরে বর্ণিত চারটি পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা উদাহরণসহ উপস্থাপন করা হল:

উদ্দিষ্ট (Purpose)

উদ্দিষ্ট ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং উদ্দিষ্ট অর্জনের মধ্য দিয়ে সুদূরপ্রসারী ফল লাভ হয়।

উদাহরণ: একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজে শিক্ষার্থীরা সুনাগরিক হবে।

অভীষ্ট (Goal)

অভীষ্ট হল উদ্দিষ্ট অর্জনের জন্য নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান।

উদাহরণ: শিক্ষার্থীরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বুদ্ধিমত্তার সাথে অংশগ্রহণ করবে।

লক্ষ্য (Aims)

লক্ষ্য হল জাতীয় নীতির অনুসরণে এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রণীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ফললাভ।

উদাহরণ: দেশের জাতীয় সংসদ বা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদ্ধতি সম্পর্কিত প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে।

উদ্দেশ্য (objective)

শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে যে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা হয় তাকে সাধারণভাবে উদ্দেশ্য বলা হয়।

উদাহরণ: দেশের জাতীয় সংসদ বা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদ্ধতি সম্পর্কিত প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে।

পারিভাষিক শব্দাবলির ব্যাখ্যা

এবার দেখা যাক, লক্ষ্যের সাথে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শব্দ অভীষ্ট, সাধারণ উদ্দেশ্য ইত্যাদির কী সম্পর্ক রয়েছে। পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, লক্ষ্য হল ব্যাপকভিত্তিক ও দার্শনিক। অর্থাৎ লক্ষ্য উদ্দেশ্যের চেয়ে বৃহত্তর পরিসরে কাজ করে। লক্ষ্য অর্জনে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। লক্ষ্য অনেকটা দূরবর্তী আদর্শ যার দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে এবং তা অর্জিত নাও হতে পারে। শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে যে সমস্ত কার্যাবলি মূল্যবান ও সময়োপযোগী সেগুলোকে সুস্পষ্টভাবে সর্বসাধারণের কাছ তুলে ধরা ও প্রকাশ করার কাজে লক্ষ্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক বিশেষজ্ঞ যেমন- অভীষ্টকে সাধারণ উদ্দেশ্য হিসেবে বর্ণনা করেন। আগেই বলা হয়েছে- লক্ষ্য দিক নির্দেশনা দেয়। অর্থাৎ কোনদিকে যেতে হবে তা লক্ষ্য বলে দেয়, আর অভীষ্ট বাস্তব গন্তব্যটিই বর্ণনা করে। এখানে আমরা শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য বলতে কী বুঝায় তা জানব। শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণে আমরা যে বাঞ্ছনীয় এবং অপেক্ষাকৃত স্থায়ী পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হই তাকে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য বলা যায়। শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যাবলি শিক্ষা প্রক্রিয়াকে পথ দেখায় ও পরিচালনা করে।

শিক্ষার উদ্দেশ্যের প্রধান প্রধান কাজ

(ক) শিক্ষা কার্যাবলির প্রকৃতি নির্ধারণ করে এবং এগুলোকে বাঞ্ছিত দিকে পরিচালনার নির্দেশনা দেয়,
(খ) শিক্ষা কার্যক্রমের বুনিয়াদ স্থাপন করে এবং শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে ঐক্য ও সুসঙ্গতি আনে,
(গ) শিখন অভিজ্ঞতাকে শ্রেণিকরণ ও ধারাবাহিক বিন্যাসে সাহায্য করে,
(ঘ) প্রাসঙ্গিক ও যথাযথ বিষয়বস্তু বাছাইয়ে সাহায্যে করে,
(ঙ) বিভিন্ন পর্যায়ের শিখনের মধ্যে সমন্বয়ে সহায়তা করে।

শ্রেণিকক্ষে পাঠাদানের সুবিধার্থে শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্যাবলিকে প্রত্যেক পাঠ্যবিষয়ের শ্রেণিভিত্তিক বিশেষ উদ্দেশ্যে রূপান্তরিত করা হয়। এ ধরনের বিশেষ বক্তব্যকে উদ্দেশ্য বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোন দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার কমিশন শিক্ষা উৎস হিসেবে পরিগণিত?
ক) ভারত খ) যুক্তরাষ্ট্র গ) নিউজিল্যান্ড ঘ) মালয়েশিয়া

২। শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে যে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা হয় তাকে কী বলে?
ক) উদ্দিষ্ট খ) অভীষ্ট গ) লক্ষ্য ঘ) উদ্দেশ্য

৩। কোনটি শিক্ষার উদ্দেশ্যের কাজ?
ক) কাজ নির্ধারণ করতে সাহায্য করা
খ) লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করা
গ) শিখন অভিজ্ঞতাকে ধারাবাহিকভাবে সাজাতে পারা
ঘ) শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে লিখতে পারা।

সঠিক উত্তরঃ ১. খ; ২. ঘ; ৩. গ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। শিক্ষার লক্ষ্যকে কী কী ভাবে লেখা যায়?
২। শিক্ষার কোন পারিভাষিক শব্দটি ব্যাপক?
৩। বাংলাদেশে শিক্ষার উৎস বলতে কোনটি বোঝায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উৎস ব্যাখ্যা করুন।
২। শিক্ষার লক্ষ্যকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ- ৪.২: শিক্ষার উদ্দেশ্যের শ্রেণিবিভাগ
[Classification of Educational Objectives]

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষার উদ্দেশ্যের শ্রেণিবিভাগের প্রবক্তা ও তাঁর শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করতে পারবেন;
- জ্ঞান সম্বন্ধীয় শিক্ষার উদ্দেশ্যের শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিক্ষার অনুভূতিমূলক উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিক্ষার মনোপেশীজ উদ্দেশ্যের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- শিক্ষার আচরণিক উদ্দেশ্যের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন।

শিক্ষার উদ্দেশ্যের শ্রেণিবিভাগ

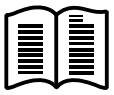

শিক্ষা বিজ্ঞানী বেনজামিন ব্লুম শিক্ষার উদ্দেশ্যের Taxonomy উদ্ভাবনের মাধ্যমে তা শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহার করার একটি বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। বর্তমানে বিশ্বে শিক্ষাক্রম প্রণেতাগণ ব্লুমের Taxonomy অনুসরণ করে শিক্ষার উদ্দেশ্য শ্রেণিকরণ করে থাকেন। ব্লুমের Taxonomy-তে আচারণিক ভাষায় উদ্দেশ্য প্রকাশ করা হয়। তিনি প্রথমত উদ্দেশ্যগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন-

- জ্ঞান সম্বন্ধীয় উদ্দেশ্য (Cognitive Objective)
- অনুভূতিমূলক উদ্দেশ্য (Affective Objective)
- মনোপেশীজ উদ্দেশ্য (Psychomotor Objective)

জ্ঞান সম্বন্ধীয় উদ্দেশ্য ও তার শ্রেণিবিভাগ

জ্ঞান, মানসিক দক্ষতা ও তার প্রয়োগ, মূল্যায়ন ইত্যাদিকে জ্ঞান বিষয়ক উদ্দেশ্য বলা হয়। এই জ্ঞান বিষয়ক উদ্দেশ্যকে ছয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নিচে সেগুলো সংক্ষেপে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হল:

(ক) জ্ঞান (Knowledge): পূর্বে পঠিত কোন বিষয় স্মরণ করা, কোন তথ্য মনে রাখা, কোন প্রক্রিয়া জানা ইত্যাদি এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। যেমন- জনমিতির সাধারণ পদগুলো জানা।

(খ) বুঝতে পারা (Comprehension): কোনকিছু ভালোভাবে বুঝতে পারা, ব্যাখ্যা করতে পারা এবং নিজের ভাষায় সংক্ষেপে প্রকাশ করতে পারা, বিন্যস্ত করতে পারা ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন- জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি-প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারা।

(গ) প্রয়োগ করা (Application): বুঝে শুনে কোন অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা, কৌশল সুনির্দিষ্ট/বাস্তব অবস্থায় তা প্রয়োগ করতে পারা। যেমন- স্থূল জন্মহার নিরূপণের সূত্র জানা এবং জন্মহার নির্ণয়ে তা ব্যবহার করতে পারা।

(ঘ) বিশ্লেষণ করা (Analysis): কোন বিষয়ের বিভিন্ন অংশ জানা এবং তা বিশ্লেষণ করতে পারা। যেমন- নির্ভরশীল জনসংখ্যা বলতে কী বুঝায় তা বিশ্লেষণ করতে পারা।

(ঙ) সংশ্লেষণ করা (Synthesis): কোন বিষয়ের বিভিন্ন অংশগুলোকে সংযোজন/সমন্বয় করতে পারা। যেমন- বিচ্ছিন্নভাবে প্রদত্ত বিভিন্ন আদমশুমারির তথ্য ধারাবাহিকভাবে সাজাতে পারা।

(চ) মূল্যায়ন করা (Evaluation): কোন বিষয়ের বাস্তর গুণাগুণ সঠিকভাবে বিচার করতে পারা। যেমন- ঢাকা ও রাজশাহী শহরে গত দশ বছরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনা করা।

এ ছয়টি উদ্দেশ্যের মধ্যে বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন উচ্চতর স্তরের উদ্দেশ্য নির্দেশ করে।

অনুভূতিমূলক উদ্দেশ্য ও তার শ্রেণিবিভাগ

এই উদ্দেশ্য হল কোন বিষয় গ্রহণ, বর্জন, পছন্দ, অপছন্দ, অনুভূতি এবং আবেগের মাত্রা ইত্যাদি নির্দেশ করা। এই উদ্দেশ্যকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেকটি সংক্ষেপে উদাহরণসহ ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হল:

(ক) গ্রহণ করা (Receiving): কোন বিষয়, বক্তব্য, বাণী, ঘটনা মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করা। যেমন- জনসংখ্যা শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধটি মনোযোগ সহকারে পড়া।

(খ) প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা (Responding): কোন বিষয়, বস্তু, ঘটনা সর্ম্পকে ইতিবাচক/নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা। যেমন- স্বেচ্ছায় জনসংখ্যা শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা।

(গ) গুরুত্ব প্রদান (Valuing): কোন ঘটনা, বিষয়, কার্যক্রমের গুণ বিচার বিশ্লেষণ করার পর গ্রহণযোগ্য হলে এর প্রতি অনুকূল আচরণ করা। যেমন- জীবনযাত্রার গুণগতমান উন্নয়নে জনসংখ্যা শিক্ষা একটি কার্যকর প্রকল্প। এর উদ্দেশ্য অর্জনে সকলকে উদ্বুদ্ধকরণে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা।

(ঘ) সংগঠন করা (Organization): সংগঠন হল বিভিন্ন মূল্যবোধের বৈরিতা দূর করে সকলকে একত্রিত করা। যেমন- বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে দেশের এক নম্বর সমস্যা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং এর সমাধানে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

(ঙ) মূল্যবোধভিত্তিক বৈশিষ্ট্য (Characterization by a value): প্রত্যেকের নিজস্ব মূল্যবোধ রয়েছে যা তার আচরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত/প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তী সময়ে তা অভ্যাসে পরিণত হয়। যেমন- ঝামেলা এড়িয়ে চলা-তাই ভীড়ে চলাচল না করা।

মনোপেশীজ উদ্দেশ্যের শ্রেণিবিভাগ

যে কার্য মন ও পেশীর সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হয় তাকে মনোপেশীজ উদ্দেশ্য বলা যায়। যেমন- (১) বিজ্ঞানের ব্যবহারিক কাজ, (২) কৃষি শিক্ষায় হীল চাষ দিয়ে জমি তৈরি, (৩) বৃত্তিমূলক শিক্ষায়- সেলাই মেশিন মেরামত করা ইত্যাদি। মনোপেশীজ দক্ষতাকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(ক) অনুকরণ (Imitation): যে সকল কাজ করতে গিয়ে মন ও পেশীর সমন্বয়ের প্রয়োজন হয় না । কেবল মন কিংবা পেশীর দ্বারা করা সম্ভব হয়।

(খ) হাতের কাজ (Manipulation): আদেশ অনুসারে অথবা নির্দেশনা মোতাবেক কাজ সম্পন্ন করা।

(গ) খুটিনাটি কাজ নিখুঁতভাবে করা (Precision): দ্রুত ও নিখুঁতভাবে কোন কাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

(ঘ) সহজীকরণ (Articulation): প্রতিনিয়ত অনুশীলন করতে করতে স্বভাবে পরিণত হওয়ার ফলে পরবর্তী সময়ে তা স্বয়ংক্রিয় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে থাকে।

আচরণিক উদ্দেশ্য

যে সকল উদ্দেশ্য বর্ণনায় ক্রিয়াবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয় তাকে আচরণিক উদ্দেশ্য বলে। আচরণিক উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট, স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত এবং পরিমাপযোগ্য ভাষায় বর্ণিত থাকে। যেমন- শিক্ষার্থীরা জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান তিনটি কারণ বলতে পারবে। এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো হল–

- বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হয়
- ক্রিয়াবাচক পদ সুনির্দিষ্ট, সংক্ষিপ্ত থাকে
- আচরণগত অংশ পরিমাপযোগ্য হয় এবং পর্যবেক্ষণ করা যায়
- শিক্ষার্থীর আচরণকে ভিত্তি করে রচিত হয়। তবে তা শিক্ষার্থী ও শিক্ষক কেন্দ্রিক ও হতে পারে
- একটি সাধারণ উদ্দেশ্য থেকে একাধিক আচরণিক উদ্দেশ্য বেরিয়ে আসে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। বেনজামিন ব্লুম শিক্ষার কয়টি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেন?

(ক) ৩টি (খ) ৫টি (গ) ৭টি (ঘ) ৯টি

২। জ্ঞান সম্বন্ধীয় উদ্দেশ্যের উচ্চতর স্তরের উদ্দেশ্য কোনটি?

(ক) জ্ঞান (খ) সংশ্লেষণ (গ) প্রয়োগ (ঘ) বুঝতে পারা

৩। কোনটি অনুভূতি মূলক উদ্দেশ্য?

(ক) সংগঠন (খ) বিশ্লেষণ (গ) প্রয়োগ (ঘ) জ্ঞান

৪। কোনটি মনোপেশীজ উদ্দেশ্য?

(ক) প্রয়োগ (খ) মূল্যায়ন (গ) মূল্য প্রদান (ঘ) হাতের কাজ

সঠিক উত্তরঃ ১. ক; ২. খ; ৩. ক; ৪। ঘ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। বিশ্লেষণ বলতে কী বুঝায়?
২। আচরণিক উদ্দেশ্যের বৈশিষ্ট্য কী?
৩। মনোপেশীজ উদ্দেশ্যের শ্রেণিবিভাগ লিখুন।
৪। জ্ঞান সম্বন্ধীয় উদ্দেশ্যের উচ্চতর স্তরের উদ্দেশ্য কোনগুলো?

রচানমূলক প্রশ্ন

১। বেনজামিন ব্লুমের উদ্দেশ্যের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করুন।
২। জ্ঞান সম্বন্ধীয় উদ্দেশ্যের শ্রেণিবিভাগ বিবৃত করুন।
৩। অনুভূতিমূলক উদ্দেশ্যের শ্রেণিবিভাগ লিখুন।
৪। মনোপেশীজ উদ্দেশ্য ও আচরণিক উদ্দেশ্যের তুলনামূলক বিবরণ দিন।

পাঠ- ৪.৩: শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণে বিবেচ্য দিক
[Considerations for Identifying Curricular Goal and Objectives]

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের উৎস সম্বন্ধে কয়েকজন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞের অভিমত বলতে পারবেন;
- লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণে হল জ্ঞান কাঠামো এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- শিক্ষা ব্যবস্থার বুনিয়াদ বলতে পারবেন।

শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের উৎস সর্ম্পকে কয়েকজন বিশেষজ্ঞর অভিমত

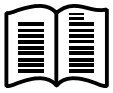

নিচে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের উৎস সর্ম্পকে কয়েকজন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞের অভিমত আলোচনা করা হল:

(ক) গ্যালটন বলেন, শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রধান উৎস হল তিনটি- (১) সমাজ, (২) শিক্ষার্থী এবং (৩) সামাজিক কৃষ্টি ও ঐতিহ্য।

(খ) শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রথম উদ্যোক্তা রাফ টাইলার ১৯৪৯ সালে তার লিখিত বইতে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের উৎস এবং উদ্দেশ্য নির্বাচনে কতকগুলো নির্দেশনা প্রদান করেছেন। সেগুলো হল–

১. শিক্ষার্থী চাহিদা: শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নিরূপণে শিক্ষার্থীর চাহিদা অগ্রাধিকার লাভ করবে। একটি দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে বসবাসের প্রয়োজনে তাকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে হবে। কাজেই শিক্ষার্থীকে একদিকে যেমন তার বিকাশমান জীবনের চাহিদা পূরণ করতে হবে; অন্যদিকে তেমনি সমকালীন জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে।

২. বিদ্যালয়ের বাইরে সমকালীন জীবন: বিদ্যালয়ের বাইরের জীবন প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং জটিল থেকে জটিলতর রূপলাভ করছে। শিক্ষাক্রমকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রাখতে হবে। কারণ শিক্ষার্থীকে তার শিক্ষা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে হবে।

৩. বিষয় বিশেষজ্ঞ: তিনি বিষয়ের সাম্প্রতিক বিকাশ এবং প্রকৃতি ও পরিসর সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী। ফলে তিনি নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য অর্জনে কী অবদান কীভাবে রাখতে পারবে তা সহজভাবে বলতে পারবেন।

৪. সামাজিক দর্শন: সামাজিক দর্শন শিক্ষার সঠিক উদ্দেশ্য নির্ধারণের নির্ণায়ক হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ সমাজের প্রচলিত ও কাঙ্ক্ষিত মূল্যবোধ উদ্দেশ্যে প্রতিফলিত হয়েছে কি না তা জানা এবং প্রচলিত মূল্যবোধে শিক্ষাক্রমে কোন প্রকার আঘাত আনা হয়েছে কি না তা নিরূপণ করা যায়।

৫. শিক্ষা মনোবিজ্ঞান: উদ্দেশ্যে নিরূপণে শিক্ষার্থীর মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে হবে। এ ছাড়া উদ্দেশ্যগুলো ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে কি না এবং কোন কোন উদ্দেশ্য অর্জন করা যাবে তা নিরূপণ করা যাবে।

(গ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আর একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী উৎস হচ্ছে জ্ঞানের কাঠামো (Structure of knowledge) ও জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র বা এলাকা (Domains)। জ্ঞান, জ্ঞানের কাঠামো ও জ্ঞানের ক্ষেত্র বলতে এখানে আমরা সমগ্র মানব জাতির আবিষ্কৃত ও সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারকে বুঝব।

(ঘ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবনের চাহিদা বেড়ে গেছে অনেক। এ সব চাহিদা পূরণের জন্য শিক্ষাক্রমে আরও নতুন নতুন দিক সংযোজন করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এসব নতুন দিকের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি এখানে উপস্থাপন করা হল–

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি

(১) শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ

(২) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ও যৌক্তিক ক্ষমতার বিকাশ

(৩) পরিবেশগত সচেতনতার বিকাশ

(৪) জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিণাম সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি

(৫) শিক্ষা ও কর্মের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন

(৬) জাতীয়তাবোধ জোরদারকরণ

(৭) আর্ন্তজাতিক ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রতকরণ

(৮) জাতীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ

শিক্ষা ব্যবস্থার তিনটি বুনিয়াদ

(৯) মূল্যবোধের বিকাশ সাধন।

(১০) স্ব-শিখন ও স্ব-কর্ম সংস্থানে উদ্বুদ্বকরণ।

(১১) সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশ সাধন।

শিক্ষা ব্যবস্থার বুনিয়াদ

যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থার বুনিয়াদ হল তিনটি। এগুলো হলো–

(১) জনসমষ্টির জীবন দর্শন

(২) সমাজের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক

(৩) দার্শনিক ও সমাজতান্ত্রিক উৎস।

জনসমষ্টির জীবন দর্শন

শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম বুনিয়াদটি হল যে জনগোষ্ঠী শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে সেই জনসমষ্টির জীবন দশর্ন বা জীবনের উৎস ও উদ্দেশ্য, চরম সত্য ও পরম সত্বা ইত্যাদি সম্পর্কে মৌলিক বিশ্বাস। যেমন- যারা আস্তিক তাদের জীবনবোধ ও জীবন দর্শন একগুচ্ছ মৌলিক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। আস্তিকদের মধ্যেও পরম সত্তা সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ-এক ঈশ্বরবাদ, বহু ঈশ্বরবাদ এবং সর্বভূতে ঈশ্বর বর্তমান এই মতবাদ প্রচলিত। নাস্তিকবাদীদের জীবন দর্শন হল এই জনগোষ্ঠীর শিক্ষা দর্শনের মূল উৎস। এই উৎস থেকে নির্গত হয় এই শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দীষ্ট, অভীষ্ট, সার্বিক ও বৃহত্তর লক্ষ্য এবং সাধারণ উদ্দেশ্য।

সমাজের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক

দ্বিতীয়টি হল কোন সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে পাস্পরিক সম্পর্ক ও মিথষ্ক্রিয়া এবং জনগোষ্ঠীর সামাজিক কর্মকাণ্ড। ব্যক্তি, সম্প্রদায়, বৃহত্তর সমাজের আপেক্ষিক গুরুত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে ওই মানবগোষ্ঠী যা বিশ্বাস করে তাই তাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয়। যেমন- গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যক্তির স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা ইত্যাদি পরিপূর্ণ স্বীকৃতি পায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানে ও ক্রিয়াকর্মে এগুলোর পূর্ণ বিকাশ ও লালনের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। এরকম রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষামূলক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণের সময় এ সকল মূল্যবোধের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

দার্শনিক ও সমাজতান্ত্রিক উৎস

তৃতীয়টি হল- দার্শনিক ও সমাজতান্ত্রিক উৎস ও ভিত্তি হতে উৎসারিত জাতীয় শিক্ষার উদ্দীষ্ট, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছাড়া আরো বেশ কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে যা জাতির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও নিয়ম নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। অনেক দেশেই জাতীয় আর্থিক অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে সহযোগী ও সম্পূরক কার্যক্রম হিসেবেই শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এই উভয় পরিকল্পনায় শিক্ষা সম্পর্কিত কিছু নীতিমালা বিবৃত থাকে। এ সকল নীতিমালাও শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণে বিশেষ অবদান রাখে। অনেক দেশেই নাগরিকদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবনবোধ, যুগের চাহিদা, আগামী এক বা দুই দশকের মধ্যে দেশে আর্থিক পরিবর্তন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাব ইত্যাদি বিভিন্ন দিক বিবেচনায় এনে জাতীয় শিক্ষানীতি রচনা করে আইন প্রণয়ন করা হয়। এই শিক্ষানীতি প্রণয়নের সময় সমকালীন জীবনধারা, জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনীতি, মানব সম্পদ ব্যবহারের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যত অভিক্ষেপ, আগামী দুই/তিন দশকে যে সকল শিক্ষার্থীরা নাগরিক দায়িত্ব পালন করবে এবং কাজের জগতে প্রবেশ করবে তাদের কী ধরনের যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে সে সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করা হয় এবং শিক্ষা ব্যবস্থা যাতে এগুলো সরবরাহ করতে পারে তা নিশ্চিত করে পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ফলে এই শিক্ষানীতিই জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণে দিক নির্দেশনা দেয়।

আমরা আগেই জেনেছি শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আসে সমাজ, শিক্ষার্থী ও জ্ঞানের জগত হতে। সুতরাং শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি এবং শিক্ষার্থীবৃন্দ। অর্থাৎ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণ করার সময় শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক, আবেগিক, নৈতিক, সামাজিক, বর্ধন, বিকাশ এবং চাহিদা সচেতনভাবে বিবেচনা করতে হবে। তাদের শিখন ক্ষমতা এবং শিখনের প্রকৃতি ও ধরন সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানগত জ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য বাছাইয়ে সহায়তা করবে। শিক্ষামূলক উৎপাদ (ends) বা শেষফল অর্থাৎ শিখন হতে যে ফল অর্জিত হবে তাই হল শিক্ষার উদ্দেশ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। গ্যালটনের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্যে উৎস কয়টি?
(ক) একটি (খ) দুইটি (গ) তিনটি (ঘ) চারটি

২। কোনটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিষয়?
(ক) জ্ঞান কাঠামো (খ) শিক্ষা ও কর্মের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন
(গ) জনসমষ্টি জীবন দর্শন (ঘ) বিষয় জ্ঞান

৩। শিক্ষা ব্যবস্থার বুনিয়াদ কয়টি?
(ক) দুইটি (খ) তিনটি (গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি

সঠিক উত্তরঃ ১। গ; ২। ক; ৩। খ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. গ্যালটনের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্যের উৎস কয়টি ও কী কী?
২. রাফ টাইলারের মতানুযায়ী শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণে সামাজিক দর্শনের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ কীভাবে শিক্ষা ও কর্মের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে?
৪. সমাজের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন কীভাবে ঘটবে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. রাফ টাইলার শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্বাচনে কী কী উৎসের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন? ব্যাখ্যা করুন।
২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎস কী কী?
৩. শিক্ষা ব্যবস্থার বুনিয়াদগুলো বর্ণনা করুন।

পাঠ- ৪.৪: শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নিরূপণের নির্ণায়ক

[Criteria for Identification of Curricular Objectives]

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণের পটভূমি বলতে পারবেন;
- শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণে কয়েকজন খ্যাতমানা শিক্ষাবিদের প্রদত্ত নির্ণায়ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- ইউনেস্কোর প্রদানকৃত সমকালীন নির্ণায়কের উপাদানগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।

শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণের পটভূমি

শিক্ষাক্রম উন্নয়নের প্রথম ও প্রধান কাজ হল লক্ষ্যদলের প্রয়োজনীয়তা শনাক্তকরণ। 'লক্ষ্যদল' বলতে যাদের জন্য শিক্ষাক্রম প্রণীত হবে তাদের বোঝানো হয়েছে। লক্ষ্যদলের নির্ধারিত প্রয়োজনের ভিত্তিতে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়। সুষ্ঠু, সঠিক ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নির্ধারণের উপর শিক্ষাক্রমের সফলতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। সে কারণে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নির্ধারণের সময় সমাজ, শিক্ষার্থী, সমাজের চাহিদা, শিক্ষাব্যবস্থা, সমকালের জীবন ধারনের ধরন, প্রচলিত ও কাঙ্ক্ষিত মূল্যবোধ, কৃষ্টি, ঐতিহ্য এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ইত্যাদির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করতে হয়। শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত দিকগুলো প্রতিফলিত হয়েছে কি না তা যাচাই করার জন্য শিক্ষাবিদগণ এবং কিছু সংস্থা কতকগুলো মানদণ্ড উদ্ভাবন করেছেন। নিচে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নির্ণায়ক আলোচনা করা হল:

(১) হিলদা তাবা (১৯৬২) বলেন যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য আচরণিক ভাষায় প্রকাশ করা উচিত এবং তা জটিল হবে না। উদ্দেশ্য ও শিখন অভিজ্ঞতাসমূহের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকতে হবে। উদ্দেশ্য প্রকাশে কোন প্রকার জটিলতা পরিহার করতে হবে।

(২) ব্লুম ও তার সহযোগী ক্রাথল ১৯৬৫ ও ১৯৬৪ সালে একগুচ্ছ নির্ণায়কের কথা বলেন। এগুলো উদ্দেশ্যের উৎস নয় বরং উদ্দেশ্যের একটি সম্ভাব্য বিন্যাস। এতে রয়েছে জ্ঞান, অনুধাবন ও মনোপেশীজ ক্ষেত্রসমূহ। এ ক্ষেত্রসমূহের প্রতি লক্ষ রেখে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নির্ণীত হবে।

(৩) র‍্যাগান ১৯৬৬ সালে উদ্দেশ্য প্রণয়নের কতগুলো অত্যাবশ্যকীয় নির্ণায়কের প্রস্তাব করেন।

(ক) উদ্দেশ্যসমূহ স্পষ্টভাষায় বিবৃত করতে হবে এবং এদের সংখ্যা কম হবে।

(খ) শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণের নিকট উদ্দেশ্যসমূহ সহজবোধ্য হবে এবং এতে সমাজের চাহিদার প্রতিফলন ঘটবে এবং তা পরিমাপযোগ্য হবে।

(৪) কার (১৯৬৮) সালে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নির্ধারণের কতগুলো উৎসের উল্লেখ করেন। এসব উৎস হল- ছাত্র, সমাজ ও বিষয়। কিন্তু এসব উদ্দেশ্যের বিন্যাস জ্ঞান, অনুধাবন ও মনোপেশীজ ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবে।

(৫) আই.আই.ই.পি.- প্যারিস (১৯৭৭) শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নির্বাচনে কতগুলো নির্ণায়ক উদ্ভাবক করে। এ নির্ণায়কগুলো হল–

ক) উদ্দেশ্য অভীষ্টের সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে

খ) স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত থাকবে

গ) যথাযথ ও অর্জনযোগ্য হবে

ঘ) উচ্চ শিক্ষা লাভের সহায়ক হবে

(৬) এ্যাপিড (১৯৭৮) শিক্ষাক্রম উদ্দেশ্য নির্ধারণের একগুচ্ছ নির্ণায়ক প্রণয়ন করেন। এগুলোর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ–

ক) উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত হবে যাতে শিক্ষাক্রম ব্যবহারকারী সহজে বুঝতে পারে।

খ) উদ্দেশ্য সমাজের চাহিদা, জ্ঞান- কাঠামো ও শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রণীত হবে।

গ) উদ্দেশ্যে শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন, বিন্যাস, শিখন সামগ্রী প্রণয়ন, পাঠদান উন্নয়ন, শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পরিমাপ করার ইঙ্গিত থাকতে হবে।

ইউনেস্কো (১৯৮১) শিক্ষার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ উপাদান উদ্ভাবন করে। এসব উপাদান শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু নির্ধারণের কার্যকর নির্ণায়ক হিসেবে দেশে বিদেশে সমাদৃত হচ্ছে। শিক্ষার এই ছয়টি উপাদান হল–

ক) সিদ্ধান্ত গ্রহণ- দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যা সমাধানের সঠিক উপায় শনাক্তকরণের সহায়তা প্রদান করে।

খ) সত্যের সন্ধান - বিভিন্ন বক্তব্য থাকে কোনটি সত্য তা নির্ধারণ করতে পারা এবং সত্যের অনুসারী হওয়া।

গ) জীবনধারণ দক্ষতা- জীবনমান উন্নতকরণে ও কার্যসম্পাদনে সাধারণ হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে পারা।

ঘ) আদান-প্রদান - মৌখিক, লিখিত এবং অন্য কোন উপায় কার্যকরভাবে আদান- প্রদান করতে পারা।

ঙ) পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া- জ্ঞান, সমাজ ও সামাজিক মূল্যবোধ পরিবর্তিত হচ্ছে। এসব পরিবর্তনের সাথে সচেতনভাবে নিজকে মানিয়ে নেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা।

চ) নান্দনিক সৌন্দর্য- ব্যক্তির আচার আচরণে শিল্প ও সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। শিক্ষার উদ্দেশ্য লেখার ক্ষেত্রে হিলডা তাবা কোনটির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন?

(ক) আচরণিক ভাষা (খ) জটিল বাক্য (গ) প্রকাশে জটিলতা (ঘ) নিরেট ধারণা ।

২। নির্ণায়ক পরিমাপযোগ্য হবে তা কে বলেছেন?

(ক) র‍্যাগান (খ) ব্লুম (গ) এ্যাপিড (ঘ) আই.আই. ই.পি

৩। "স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত থাকবে" এটি কোন সংস্থার নির্ণায়ক?

(ক) ইউনেস্কো (খ) এ্যাপিড (গ) আই.আই.ই.পি (ঘ) টিফিউআই।

সঠিক উত্তরঃ ১। ক; ২। ক; ৩। খ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। ইউনেস্কোর শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নিরূপণের নির্ণায়কগুলো লিখুন।

২। ইউনেস্কোর কোন নির্ণায়কটি বাংলাদেশে ব্যবহার করা কঠিন এবং কেন?

৩। সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য শিক্ষা ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। শিক্ষাক্রমের নির্ণায়ক প্রণয়নের পটভূমি ব্যাখ্যা করুন।

২। হিলডা তাবা, ব্লুম এবং র‍্যাগানের শিক্ষার উদ্দেশ্য নিরূপণের নির্ণায়ক বিবৃত করুন।

৩। ইউনেস্কোর ছয়টি শিক্ষার উপাদান বর্ণনা করুন।

পাঠ- ৪.৫: শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নির্ধারণ পদ্ধতি
[Method of Determining Objectives of Curriculum]

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষাক্রম প্রণয়ন পদ্ধতিগুলোর নাম বলতে পারবেন;
- উদ্দেশ্য তালিকাকরণ পদ্ধতির বিবরণ দিতে পারবেন;
- চাহিদাভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- চাহিদাভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারণের প্রবাহ চিত্র উপস্থাপন করতে পারবেন।

শিক্ষাক্রম প্রণয়ন পদ্ধতির নাম

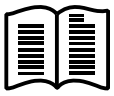

শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য প্রণয়নের গুরুত্ব, শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উৎস, শ্রেণিবিভাগ, বিভিন্ন বিবেচ্য দিক, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত নির্ণায়ক ইত্যাদি ইতিপূর্বে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এই আলোচনার ভিত্তিতে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য কীভাবে, কোন পদ্ধতি এবং কোন কলাকৌশল অনুসরণে চূড়ান্ত করতে হয় তা ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপিত হল।

শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নির্ধারণে বিভিন্ন কৌশল অনুসৃত হয়। তন্মধ্যে (১) উদ্দেশ্য তালিকাকরণের পদ্ধতি এবং (২) চাহিদাভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ পদ্ধতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উদ্দেশ্য তালিকাকরণ পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে নিচে বর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণ করা হয়।

(ক) বিভিন্ন পুস্তক, প্রতিবেদন, শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, জাতীয় শিক্ষানীতি ও বিজ্ঞান প্রযুক্তিনীতি এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন নীতিমালা ও প্রক্রিয়া আলোচনা করে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের একটি সম্ভাব্য দীর্ঘ তালিকা প্রণয়ন।

(খ) একটি বিশেষজ্ঞ দলের নিকট এই তালিকা প্রেরণ করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই তালিকা থেকে দশটি উদ্দেশ্য শনাক্ত করতে অনুরোধ জানানো।

(গ) বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক চিহ্নিত উদ্দেশ্যগুলোকে সারণীকরণের পর যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি সম্ভাব্য তালিকা প্রণয়ন করা।

(ঘ) তালিকাটি একটি কর্মকুশলী দলের সহায়তায় পরিশীলিত করা ।

(ঙ) পরিশীলিত এই তালিকাটি কোন একটি প্রতিষ্ঠিত নির্ণায়কের আলোকে যাচাই করা এবং যাচাইয়ের ফলাফলের ভিত্তিতে পরিমার্জন করা।

(চ) পরিমার্জিত তালিকাটি দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং শিক্ষা দর্শন ও শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের নিরীখে যাচাই করা।

(ছ) ফলাফলের ভিত্তিতে পুনর্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহকে নিরীক্ষা করে সম্ভাব্য চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করা।

(জ) কর্মশিবিরের মাধ্যমে চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন করা।

(ঝ) চূড়ান্তভাবে গৃহীত উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা।

চাহিদাভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ পদ্ধতি

(ক) এই পদ্ধতিতে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নির্ধারণের প্রথম কাজ হল বাস্তব অবস্থা জরিপ ও প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করা।

(খ) মানব সম্পদ ব্যবহারের ধরন, সমাজের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ, দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ইত্যাদির আলোকে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক দেশের ও বিদেশের সমকালীন শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনার মাধ্যমে একগুচ্ছ উদ্দেশ্য প্রণয়ন করা।

(গ) দেশের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, শিক্ষা প্রশাসক, পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষানীতি নির্ধারক, শ্রেণি শিক্ষক, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, রাজনীতিবিদ, সমাজ সংস্কারক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, ছাত্র, অভিভাবকগণকে দিয়ে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য প্রণয়ন করা।

চাহিদাভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারণের প্রবাহ চিত্র

(ঘ) একটি কর্মকুশলী দলের সহায়তায় আলাদাভাবে আর একগুচ্ছ উদ্দেশ্য প্রণয়ন করা।

(ঙ) অতঃপর উপরের খ, গ, ঘ এর মাধ্যমে প্রণীত উদ্দেশ্যগুলোকে একত্রে পর্যালোচনা করে একগুচ্ছ উদ্দেশ্যের খসড়া প্রণয়ন করা।

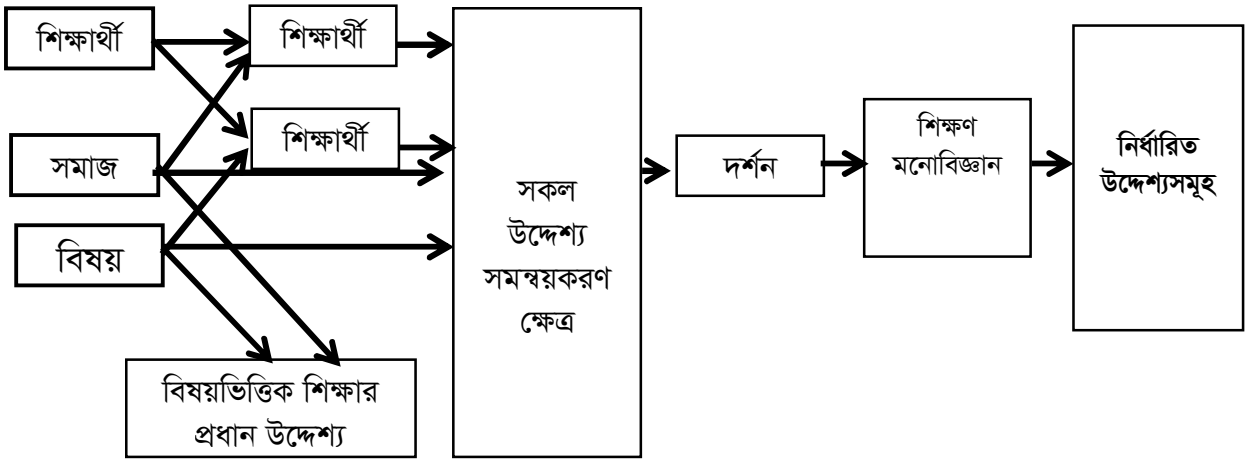

'ঙ' ধাপের প্রবাহ চিত্র

(চ) খসড়া উদ্দেশ্যগুলোকে নির্ণায়কের আলোকে যাচাই করা।

(ছ) যাচাইকৃত উদ্দেশ্যগুলোকে শিক্ষা দর্শন, শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ইত্যাদির আলোকে পরিশীলিত করা।

(জ) এই পরিশীলিত উদ্দেশ্যসমূহ কর্মশিবির আয়োজন করে প্রণীত মূল্যায়ন ছকের আলোকে যাচাই করা।

(ঝ) যাচাইয়ের ভিত্তিতে উদ্দেশ্যর তালিকা চূড়ান্ত করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৫

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য প্রণয়নের পদ্ধতি কয়টি?

(ক) ২টি (খ) ৪টি (গ) ৬টি (ঘ) ৮টি

২। শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের তালিকাকে পরিশীলিত করেন কে?

(ক) শিক্রাক্রম ব্যবস্থাপক (খ) প্রশিক্ষক (গ) কর্মকুশলী দল (ঘ) শ্রেণি শিক্ষক

৩। কী উপায়ে প্রণীত শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য চূড়ান্ত করা হয়?

(ক) সম্পাদনা করে (খ) যৌক্তিক মূল্যায়ন করে

(গ) বিষয় বিশেষজ্ঞ দিয়ে (ঘ) কর্মশিবির আয়োজন করে

সঠিক উত্তরঃ ১. ক; ২. গ; ৩. গ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রমের তালিকা কীভাবে প্রণয়ন করা হয়?
২. যৌক্তিক বিশ্লেষণ কী - ব্যাখ্যা করুন।
৩. শিক্ষাক্রমের খসড়া উদ্দেশ্যের তালিকা কারা প্রণয়ন করেন?
৪. নির্ণায়ক বলতে কী বোঝায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য তালিকাকরণ পদ্ধতি বর্ণনা করুন।
২. চাহিদাভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ পদ্ধতির বিবরণ দিন।
৩. চাহিদাভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ পদ্ধতির প্রবাহ চিত্রটি অঙ্কন ও ব্যাখ্যা করুন।